الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله.
.اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
.بسم الله الرحمن الرحيم

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ ঈমান ভঙ্গের বা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণসমূহঃ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ "অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আগমনের পূর্বেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রগামী হও। যে সময় কোনো ব্যক্তি সকাল বেলায় মু'মিন থাকবে এবং রাতে কাফির হয়ে যাবে অথবা সে সন্ধ্যা বেলায় মু'মিন থাকবে এবং সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য সে তার দ্বীন বিক্রি করে দিবে।' (সহিহ মুসলিম; কিতাবুল ঈমান: ১১৮)

০১ শিরক

০২ অস্বীকারের কুফর

০৩ রিদ্দাহ আদর্শ ত্যাগের কুফর

০৪ বিদ্রূপের কুফর

০৫ সংশয়ের কুফর

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

মুখতাসার শারহু নাওয়াকিদিল ঈমান

০৬ অপছন্দের কুফর

০৭ অবাধ্যতার কুফর

০৮ বন্ধুত্ব ও সমর্থনের কুফর

০৯ সিহর-যাদু

১০ বিমুখতার কুফর

আমরা অনেকেই অযু, সালাত, সাওম ভঙ্গের কারণ জানলেও ঈমান ভঙ্গের কারণ জানি না, অথচ এটা তুলনামূলকভাবে দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কোনো ব্যক্তি ঈমান ভঙ্গকারী কোনো বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়লে, সে যদি আন্তরিকভাবে তাওবাহ এবং কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে পুনরায় ঈমান নবায়ন না করে, এবং এই অবস্থার ওপরেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে কাফির/মুশরিক হিসেবে মৃত্যুবরণ করল, এবং সে কখনোই ক্ষমা পাবে না, কখনোই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।

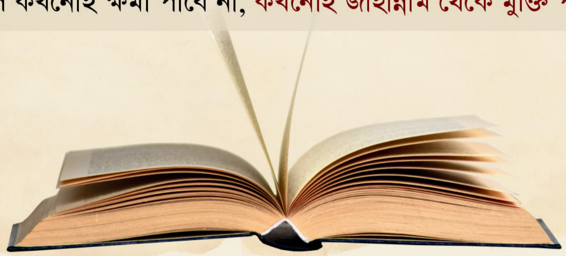

প্রথম নাকিদ (ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়): শিরক

❑ কাউকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ মনে করা। তাঁর মহিমান্বিত সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা অথবা কর্মের কোনো তুলনা দেওয়া বা শরিক স্থাপন করা। যেমনঃ এমন বিশ্বাস করা- কোনো মাখলুক গায়িবের ইল্ম রাখে, যেমনটা গণকেরা দাবি করে।

❑ ইবাদাতে শিরকঃ

সালাত, দূ'আ, কুরবানি, মান্নত অথবা কোনো প্রকার ইবাদাত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য করা। যেমন- আল্লাহ্র যিকির ও মুরাকাবা ত্যাগ করে কথিত কোয়ান্টাম মেথড/মেডিটেশন/ইয়োগা/ধ্যান-সাধনা করা, নিরব দাঁড়িয়ে মৃতব্যক্তি/পতাকা বা গাইরুল্লাহকে বিনম্র হয়ে সসম্মানে স্মরণ করা, গাইরুল্লাহর কাছে দু'আ, মান্নত করা... ইত্যাদি।

কুরআন-সুন্নাহ বা শারিয়াহর ফায়সালা ছেড়ে মানবরচিত আইন/তাগুতের নিকটে বিচার-ফায়সালা চাওয়া,

আনুগত্যে শিরকঃ আল্লাহর দেওয়া শারিয়াহর (বিধি-বিধানের) আনুগত্যের বিপরীতে অন্য কোন মতবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা বা আনুগত্য-মান্য করা কিংবা দ্বীনের কাতঈ(সুস্পষ্ট) হারাম-হালাল/বিধানকে পরিবর্তন করা কিংবা পরিবর্তনকে সঠিক জ্ঞান করা কিংবা এক্ষেত্রে পরিবর্তনকারীর আনুগত্য-অনুসরণ করা। যেমনঃ ইয়াহুদিরা এভাবে তাদের আলিমদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

দূ'আয় শিরকঃ প্রয়োজনে পড়ে গাউস, কুতুব, পীর, মৃতব্যক্তি, মূর্তি, জ্বীন-শয়তানের কাছে সাহায্য-উদ্ধার চাওয়া, ফরিয়াদ করা।

আশা-ভরসায় শিরকঃ গাইরুল্লাহর কাছে এমন কিছু আশা করা যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ দিতে পারে না। যেমন- বৃষ্টি, ফসল, বারাকাহ, সন্তান-সন্ততি কোনো ফেরেশতা, পীর-মাজার অথবা জ্বীনের কাছে আশা করা কিংবা মাজারে মান্নত-কুরবানি করা। এছাড়া নকশা-আবজাদ, তামিমা, রিং-আংটি, পাথর-মূর্তি, বালা-ব্রেসলেট, সিহর বা যাদুর মাধ্যমে উদ্ধার বা আরোগ্যের চেষ্টা ও আশা করা ইত্যাদি।

ভয়ে শিরকঃ কাউকে আল্লাহ তা'আলার থেকে বেশি অথবা অনুরূপ ভয় করা। অথবা কোনো ইবাদাত আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য না করে মাখলুকের ভয়ে করা। যেমন- জীনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে জীনের জন্য মান্নত-কুরবানী করা।

ভালোবাসায় শিরকঃ কাউকে আল্লাহ তা'আলার থেকে বেশি অথবা অনুরূপ ভালোবাসা অথবা কোনো ইবাদাত মাখলুকের নৈকট্য-সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে মাধ্যম সাব্যস্ত করাঃ ইবাদাত-দুয়ার মধ্যে সরাসরি আল্লাহর নিকটে না চেয়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অথবা কোনো ওলি-আওলিয়াকে ডাকা অথবা কবর/মাজারে সিজদা/মান্নত করে মৃত ব্যক্তির নিকটে সুপারিশ চাওয়া, সাহায্য চাওয়া। যেমনটি মক্কার মুশরিকরা করতো, তারা আল্লাহ্ তাআলাকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও পূর্বের বিভিন্ন নেককার ব্যক্তি, বিভিন্ন মূর্তি ও দেবদেবীকে সুপারিশ ও সাহায্য পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

❑ সৃষ্টিকে রব হিসেবে গ্রহণ করার শিরকঃ

যদি কেউ মনেকরে- আল্লাহ তাকদিরের একমাত্র নির্ধারক নন বরং মানুষ চেষ্টার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য তৈরি/নির্ধারণ করে। এছাড়া কল্যাণ-অকল্যাণ, বৃষ্টি, ফলন, বারাকাহ ইত্যাদি কোনো গ্রহ-নক্ষত্র, আবদাল-কুতুব, বড়পীর ইত্যাদির ক্ষমতা বা ইচ্ছায় হয়/হতে পারে।

এমন কোনো কিছু করা যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার এখতিয়ারাধীন। উদাহরণস্বরূপ-
শাসন, রাষ্ট্র বা সমাজ থেকে শারিয়াহর মৌলিক বিধিবিধান পরিবর্তন/বাতিল/অপসারণ করা।
হালালকে হারাম বা নিষিদ্ধ করা বা বলা। যেমন: বালেগ হবার পরেও ১৮-২১ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহকে নিষিদ্ধ করা।
হারামকে হালাল করা বা বৈধতার লাইসেন্স দেওয়া। যেমন- সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার, লিঙ্গ পরিবর্তন, বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, লিভটুগেদার, মাদক, জুয়া, পতিতালয় ইত্যাদির লাইসেন্স দেওয়া অথবা স্বাভাবিক জ্ঞান করা অথবা বৈধতা দাবি করা ইত্যাদি শিরকে আকবার বা বড় শিরক যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আর বড় শিরকের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার ওজরও নেই। বরং না জানা(অজ্ঞতা-মূর্খতা) ভিন্ন আরেকটি অপরাধ।

❑ ছোট শিরকঃ রিয়া(লোক দেখানো আমল), সুমআত(আমলের কথা বলে বেড়ানো), আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারোর নামে বা কোন বস্তু ছুঁয়ে কসম করা, বিভিন্ন শিরকি বাক্য যেমন- "উপরে আল্লাহ্, নিচে আপনি", "ঔষধে/ডাক্তার/দক্ষতায় জীবন বেঁচে গেল", এছাড়া মঙ্গল অমঙ্গল সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন শিরকি প্রথা ও কথা বলা যেমন- 'শনির দশা', 'নাকফুল না পরলে স্বামীর অমঙ্গল হওয়া' ইত্যাদি কথাবার্তা বলা অথবা বিশ্বাস করা...
এগুলো ছোট-বড় উভয় শিরকই হতে পারে, আশা-আশংকার মাত্রা বা বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। ছোট শিরকে ঈমান ভঙ্গ হয় না কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিরক থেকে মুক্তির দূ'আ:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

হে আল্লাহ, আমি জ্ঞাতসারে শিরক করা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং অজ্ঞাতসারে যা ঘটে তার জন্যও আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

তথ্যসূত্রঃ সূরা তাওবা; ৩১, সুরা জ্বীন ৭২:১৮, সুরা বাকারা ২:১৬৫, সুরা যারিয়া'ত ৫১:৫৬, বাহ্রুর রায়েক ২/২৯৮, বাহ্রুর রায়েক শারহু কানযিদ দাকায়েক ৫/১৩৪; ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়াহ ৩/৩২৬; মাজমাউল আনহুর শারহু মুলতাক্বাল আবহুর ১/৬৯৯; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, খন্ড:৬, রদ্দুল মুহতার- ২/৪৩৯-৪৪০ দারুল ফিকর বাইরুত, মা-লা- বুদ্দা মিনহু- মাকতাবাতুর রহমানিয়াহ লাহোর পৃ.১৩৮-১৩৯, মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড-৭, পৃঃ৭০, মাজমু' আল-ফাতাওয়া ১০/২৫৭, কিতাবুত তাওহীদ, তাকবিয়াতুল ঈমান, আর রূহ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৪, আল জাওয়াবুল কাফি লিমান সাআলা আনিন দাওয়া ইশশাফি, পৃঃ ১৩৫.

দ্বিতীয় নাকিদঃ কোন ব্যক্তি যদি দ্বীনের কোন বিধান-বিষয়কে অস্বীকার করে কিংবা ঈমানের মৌলিক কোন বিষয় সত্য হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করে, তবে সে বড় কুফরী করল, যদিও সে এটা আমল করে থাকে।

দ্বীনের সুস্পষ্ট কোনো বিষয় যেমনঃ কুরআনের কোনো একটি আয়াত, সালাত, যাকাত, হজ্ব, পর্দা, তাকদির, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি অস্বীকার করা অথবা এগুলোর সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ করা কুফর আকবার।
যেমন- কাদিয়ানীরা খতমে নবুয়্যাত ও জিহাদকে অস্বীকার করার কারণে কাফির।

তৃতীয় নাকিদঃ রিদ্দাহ (দ্বীন ত্যাগ): কোন ব্যক্তি ইসলামের আদর্শ/শিক্ষা/বিধিবিধান থেকে অন্য কোনো আদর্শ/মতবাদ/বিধিবিধান/আইনকে উত্তম/সমকক্ষ/কল্যাণকর/যৌক্তিক মনে করলে, সে দ্বীন ত্যাগের কুফরি করল।

❑ ইসলামী বিধি-বিধান/আইনব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, আদর্শ এ জমিনে না চাওয়া, অস্বীকার/অপছন্দ/বিরোধীতা করা, ভুল/অযৌক্তিক/পশ্চাতপদ/অচল/বর্বর/অপূর্ণ ভাবা, গুরুত্বপূর্ণ মনে না করা, মামুলি-সাধারণ বিষয় মনে করা, অন্যান্য ধর্ম কিংবা কথিত আধুনিক মতবাদ সমূহের মতো আরেকটা ধর্ম/মতবাদ মনে করা,
‘কিয়ামাত অবধী মানবজাতির সকল প্রকার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, হুকুমাত, সিয়াসাত বিষয়ক সমাধান নেই' এমন ভাবা, কিংবা 'ইসলাম একমাত্র সঠিক, সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (সিস্টেম/জীবন বিধান)' এটা নিয়ে সন্দেহ করা...ইত্যাদি

এসবই কুফরে আকবার, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় এবং এমন ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে, কেননা এমন ব্যক্তি ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণই করেনি। এমনকি এই কুফরের হুকুম নিয়ে সন্দেহ করলেও ঈমান থাকবে না।

❑ আইন-কানুন, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা ও ভিত্তি অবশ্যই ইসলাম থেকে গ্রহণ করতে হবেঃ
কেউ ইসলাম ব্যতিত কোন তন্ত্র-মতবাদ যেমন- ডেমোক্রেসি, সেকুলারিজম, ক্যাপিটালিজম, কমিউনিজম, ফেমিনিজম, লিবারেলিজম ইত্যাদি থেকে চিন্তা-চেতনা, ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা গ্রহণ করলে, সে দ্বীন ত্যাগকারী-মুরতাদ হয়ে যাবে।

❑ অতঃপর আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচারকার্য পরিচালনাকারীর বিঁধানঃ

(১) যে ব্যক্তি মূলত আল্লাহর বিধান অনুসারেই শাসন-বিচার করে, কিন্তু ঘুষ, নিজ প্রবৃত্তি বা এমন কোনো কারণে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করে ফেলে, তাহলে তা ছোট কুফর, যা ঈমান থেকে খারিজ করে দেয় না।

(২) গাইর শারিয়াহ আইন প্রণয়ন করা কিংবা হালাল-হারাম-শারয়ী বিঁধান পরিবর্তন/বাতিল করা; এটা বড় শিরক, কেননা এই ক্ষমতা-অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

(৩) কুরআন-সুন্নাহ ব্যতিত অন্য কোনো উৎস থেকে আইন গ্রহণ করা, যেমন- পূর্বে বিদ্যমান কিংবা অন্য ধর্ম ও সমাজে প্রচলিত কিংবা মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার ফয়সালা করা বড় কুফর। যেমনঃ মানবরচিত সংবিধান থেকে আইন গ্রহণ করা ও তা দিয়ে বিচার করা।

(৪) বাধ্য হয়ে আল্লাহর শারিয়াহ ব্যতিত ভিন্ন আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করাঃ জীবন-অঙ্গহানি-নির্যাতনে বাধ্য করা না হলে বড় কুফর। কিন্তু 'চাকরি, জীবিকা, হুকুমের গোলাম' ইত্যাদি ওজর হিসেবে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

(৫) অজ্ঞতার কারণে আল্লাহর বিধান ব্যতিত বিচার ফয়সালা করাঃ ইসলামী বিধিবিধান জানার চেষ্টা সত্ত্বেও, জানা সম্ভব না হলে অথবা ভুল জানলে তখন তা কুফর নয়; অন্যথায় বড় কুফর।
যেমনঃ গ্রামের সালিশে মূর্খ ব্যক্তিদের গাইর শারিয়াতি বিচার-রায় স্পষ্ট কুফর। যেখানেই মানুষের মধ্যে সালিশ/বিচার করা হোক, যেই করুক, তা শারিয়াহ অনুযায়ীই হতে হবে। এজন্য মুসলিমদের জন্য শারিয়াহ আদালত-বিচারব্যবস্থা ব্যতিত কোন অপশন নেই।

**বড় কুফর (অর্থাৎ কুফর আকবার) হল- যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় অর্থাৎ ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়, এবং এমন ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

তথ্যসূত্রঃ [সূরা আন নিসা: ৬৫, আল-ইমরানঃ ১৯, আল ইমরানঃ ৮৫, সূরা ইউসুফ: ৪০, আল-মায়'ইদা: ৪৪, ৫০, সূরা নিসাঃ ১১৫, সূরা আল আনআমঃ ৪০, আবু দাউদঃ ৪৯৫৫, আন-নাসাঈ ৮/২২৬ সাহীহ, আত-তাবারী ১০/৩২১, বর্ণনা নং. ১১৯৬০,১১৯৬৩; এবং ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং. ১২০৬২, আত-তাবারী, ১০/৩৫৭, বর্ণনা নং. ১২০৬।ফাতওয়া মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম, ১২ খন্ড, ১২/২৭০, তাহকিমুল কাওয়ানিন, উমদাতুল ক্বারী, খন্ড ২৪, পৃঃ ৮১, আখবার উল ক্বুদা, পৃঃ ৪১, আদ দুরার আস সানিয়া,১৬ খন্ড,পৃঃ ২৮, মাজমু' আল-ফাতাওয়া, ৩৫/৩৬১-৩৬৩; পৃঃ ৩৭২,৩৮৩, খন্ড ২৮, পৃ ১৯১, খন্ড ৪, বাব উল জিহাদ, খন্ড ৩৫, পৃ ৩৭৩, আদওয়াউল-বায়ান লিশ শানকিতি, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১০১, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৫, আহকাম আহল আয-যিম্মা, ১/২৫৯, জামি উল-আহকাম ফিল-কুর'আন, খন্ড ৫, পৃঃ ১৯০, তাফসির ইবন কাসির, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৭, সূরা মায়'ইদার তাফসীর আয়াত ৪০ থেকে ৫০ দ্রষ্টব্য]

অপরিহার্য শারিয়াহঃ

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার (আইন-বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শ্রমবাজার, মুদ্রাব্যবস্থা সবকিছুর) কাঠামো তৈরি করা হয়েছে- সকল মানুষকে দাস/শ্রমিক বানিয়ে শুধু ক্ষমতাশালী কিছু মানুষের স্বার্থকে রক্ষার জন্য।

তারা শিক্ষাব্যবস্থা এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায়, দায়িত্বশীলতাকে পরাধীনতা, দাসত্বকে স্বাধীনতা, মূল্যবোধ ও দায়-দায়িত্ব অমান্য করাকে অধিকার, শিক্ষাকে মূর্খতা, মূর্খতাকে শিক্ষা, মাজলুমকে সন্ত্রাসী আর প্রকৃত জালিম-সন্ত্রাসীকে মুক্তি-শান্তির মহানায়ক বানায়। আর তারা এমন কর্মকাণ্ডকে বিভিন্ন মতবাদ ও মুখরোচক বুলির মাধ্যমে সভ্যতা ও প্রগতিশীলতা হিসেবে প্রচারণা চালায়।

যেমনঃ তারা নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে এবং ঘরোয়া কাজকে অবমূল্যায়ন-তুচ্ছ হিসেবে প্রচার করে নারীদেরকে ঘরের রানী থেকে কর্পোরেট বুয়া বানানোর চেষ্টা করে, এবং এর মাধ্যমে সমাজে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি করে শ্রমমূল্য কমিয়ে ফেলে; এতে- ১. তাদের বিজনেস দ্রুত বুম করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়; ইতোমধ্যে তারা পৃথিবীর মোট সম্পদের অধিকাংশ কুক্ষিগত করে নিয়েছে, ২. এতে মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয় মিলে চাকরি করতে বাধ্য হয়, এরপরও সংসার চালাতে হিমশিম খায়, সহজে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়না এবং একে অপরকে পর্যাপ্ত সময়ও দিতে পারে না।

তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহমর্মিতা-সহযোগিতার স্থানে প্রতিযোগিতাকে দাড় করিয়েছে; ফলাফল- আত্মগরিমা, জেদ, অশান্তি, বিচ্ছেদ, সংসার বিমুখতা। কথিত সমঅধিকার ও স্বাধীনতার ধোঁয়া তুলে পারস্পারিক মমতা, স্যাক্রিফাইস, আদব-মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ কেড়ে নেয়; ফলে দিনশেষে সবাইই অধিকার ও প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

উপরন্তু ভ্রূণহত্যার অধিকার, পরিবার পরিকল্পনা, 'বালেগ হবার পরেও ১৮/২১ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহ ও একাধিক বিবাহকে নিষিদ্ধ/কঠিন করা', 'সন্তানকে বুকের দুধ না খাওয়ানোর অধিকার', 'পরকীয়া ও লিভটুগেদারের অধিকার', 'কামাই থাকলে জামাই লাগে না', ট্র্যান্সজেন্ডার, সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি, লিঙ্গ পরিবর্তন সহ বিভিন্ন অন্যায় ও বিকৃত মানসিকতাকে অধিকার ও প্রগতিশীলতা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে নাগরিকদের; বিশেষকরে মুসলিমদের পরিবার ব্যবস্থা, আদর্শিক মূল্যবোধ-মনোবল এবং একতা-জনবল ধ্বংস করতে চায়, যাতে আমাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

[জনসংখ্যা কোন সমস্যা নয়, বরং সঠিক শিক্ষা, আইন, অভিবাসননীতি ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলে তা জনসম্পদে রূপান্তরিত হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সেবাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের সংখ্যা এবং সেবা-পণ্য লেনদেনের গতিশীলতা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং এতে অতি দ্রুত সময়ে লভ্যাংশ জেনারেট হতে থাকে, বিপরীতে লসের ঝুঁকি ক্রমাগত কমতে থাকে; এজন্য যত বেশি জনসংখ্যা তত বেশি লেনদেন/বৃহৎ অর্থনীতি, তত বড় জনসম্পদ।]

বর্তমান সিভিলাইজেশানে যেকোনো সেবা/উদ্ভাবন/নির্মাণের সময় শুধু নিজেদের অ্যাডভানটেজ/ব্যবসায়ীক/জাগতিক স্বার্থ দেখা হয়, বিপরীতে সমাজ, প্রতিবেশী, পরিবেশ, পশুপাখির স্বার্থ মুখোমুখি হলে তা বিবেচনা করা হয় না। হারাম কিংবা হক্ব নষ্ট হচ্ছে কিনা এটা প্রাধান্য দেওয়া হয় না, এগুলো স্পষ্ট অন্যায়-জুলুম।আর জুলুমের উন্নয়ন/ সিভিলাইজেশন/ নগরায়ন/ সার্ভিসে বারাকাহ থাকে না।

ইসলামিক সিভিলাইজেশানই একমাত্র ব্যতিক্রমঃ মুসলিমদের নিয়ত এবং প্রচেষ্টায় শুধু ইনসাফ থাকা বা শুধু হারাম-জুলুম বাদ দেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং মানুষ ও সৃষ্টজীবের প্রতি ই'হসান হয়, এমন ফিকির রেখে সভ্যতা বিনির্মাণ (সকল কিছু ডিজাইন, ডেভেলপ এবং বিল্ড) করা হয়। আখিরাতের জন্য দুনিয়াতে নিজের কিছুটা কমতি হলেও অন্যের স্বার্থ আগে দেখা হয়। এটাই হল 'আদলি ওয়াল ই'হসান।

এছাড়া বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা আমাদের ওপর এমন রাজনৈতিক কাঠামো চাপিয়ে দিয়েছে, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতবাদের ব্যানারে একই ভূখণ্ডে ক্রমাগত বিভেদ-বিভক্তি, রেষারেষি-হানাহানি চলমান থাকা অবশ্যম্ভাবী। যেন জনগণ কখনোই একতাবদ্ধ না হতে পারে এবং উক্ত জনপদে কখনোই স্থিতিশীলতা না আসে।এভাবে উক্ত ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদীরা সহজেই নিজেদের স্বার্থ বাস্তবায়ন ও প্রভাব ধরে রাখতে পারে।

যেখানে জনপ্রতিনিধি নির্ধারিত হয়- জ্ঞান, সততা ও যোগ্যতার বিপরীতে ক্ষমতা, অর্থ, লোকবল, সাম্রাজ্যবাদের লবিং, দলীয়স্বার্থ ও তোষামোদের ভিত্তিতে। যেখানে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার একমাত্র মাধ্যম হল- দুর্নীতি, লুটপাট, মিথ্যা আশ্বাস-ধোঁকা, প্রোপ্যাগান্ডা ছড়ানো, সন্ত্রাস ও পেটোয়া বাহিনী তৈরি।
যেখানে ক্ষমতাশীল-দের স্বার্থকে কেন্দ্র করে আইন তৈরি ও জনসাধারণের চিন্তা-চেতনা গড়ে তোলা হয় এবং যেখানে জ্ঞানী কিংবা মূর্খ, আলিম কিংবা জাহিল, সৎ-সজ্জন কিংবা মিথ্যুক, চোর, ডাকাত, দূর্নীতিবাজ, ধোঁকাবাজ সকলের ভোটের মান-মূল্যায়ন সমান।

বিপরীতে শারিয়াহ অনুযায়ী, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (জ্ঞানী, যোগ্য ও সুনির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ) ব্যতিত কেউ নেতৃত্ব নির্ধারণে অংশগ্রহণের অধিকার রাখে না।

শারয়ী বিচারব্যবস্থায় বর্তমানের মত দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা নেই, অর্থ-কৌশল দিয়ে রায় পাল্টানোর পথ রুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ খরচ বিহীন। এবং শারিয়াহ আইন কেউ পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না, শাসক-আলিম কেউই না, যা এক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। অর্থাৎ দারুল ইসলামে শুধু এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মান্য করা হয়।

জীবনযাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শ এবং ইল্ম/পাঠদান ও বিচারকার্য আলিমদের মাধ্যমে প্রচার-প্রসার হয়, ফলে জনগণ শাসক-ক্ষমতা কেন্দ্রিক হতে পারে না, বরং মুত্তাকি আলিম-উলামা কেন্দ্রিক হয়। এবং যে আলিমগণ যত বিজ্ঞ এবং যত দৃঢ়ভাবে দ্বীনকে আকড়ে ধরেন, সে আলিমগণ মুসলিমদের নিকটে তত গুরুত্ব-মূল্যায়ন পায়।

❑ আর এটাই হল সৃষ্টি-মানুষের গোলামী ও নিয়ন্ত্রণ থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি, যেখানে জনগণ, খলিফাহ, আলিম-উলামা সকলেই শুধু এক আল্লাহর গোলামী করবে।

অতঃপর; ইসলাম একজন মুসলিমকে 'স্বার্থপর' ও 'সুবিধাবাদী' চিন্তাচেতনা থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেঃ একজন মুসলিম বাধ্য- সকল প্রকার অন্যায়ে বাঁধা দিতে ও বিরোধিতা করতে। এমনকি খলিফাহ জুলম করলে, তার জুলুমের বিরোধীতা করতেও বাধ্য। খলিফাও শারয়ী বিচার-বিধানের সামনে অপরাগ, ঠিক এই কারণেই ইসলামি খিলাফাতে কখনও জালিম কেউ ক্ষমতা পেলে, আলিম ও দাঈদের ওপরে কমবেশি জুলুম চলমান থাকে, তাদের কারণে কোন জালিম ক্রমাগত জুলুম করে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

আর বাকি সকল সিস্টেমের চিত্র পুরোপুরি বিপরীত– তাদের কথিত শিক্ষিত ও সুশীল সমাজই ক্ষমতাসীনদের অন্যায় সমূহ লিগ্যালাইজ করার মূল হাতিয়ার।

তারা পাঠ্যক্রমে মূলত তাইই শেখায় যা তাদের সিস্টেম ও ইন্ডাস্ট্রি-কোম্পানির শ্রমিক হতে কিংবা তাদের স্বার্থে প্রয়োজন হবে। আর এই বিশ্বব্যবস্থার কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার পেশাসমূহকে অধিক সম্মানীয়, আকর্ষণীয় ও সুযোগ-সুবিধা মণ্ডিত করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এজন্য এমন ধরনের জীবিকা প্রত্যেকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।

এতে- ১. তারা অনুগত কর্মী পায়, যারা বাকি জনসাধারণের দুর্ভোগ বুঝবে না, ২. ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা তৈরির শিক্ষাক্রম না থাকায় এবং এমন জীবিকাকে ভালো সামাজিক অবস্থান হিসেবে মূল্যায়নের চর্চা না থাকায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

মানুষকে দাস বানানোর জন্য তাদের জন্য যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, সার্টিফিকেটধারী জাহিলরাই তাদের চাকরি ও সার্ভ করাকে সফলতা জ্ঞান করে। তাদের সেবিকা-দাসীর প্রয়োজন নেই, কথিত শিক্ষিত নারীরা স্বেচ্ছায় এমন টাইকুনদের জন্য সময় দিতে পারাকে সফলতা, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা মনেকরে। এছাড়াও তাদের রয়েছে মাল্টিবিলিয়ন ডলারের পর্ণ ইন্ডাস্ট্রি, যে জন্য সারাবিশ্ব থেকে অন্যায়ভাবে হিউম্যান ট্রাফিকিং করে দাস ব্যবসা টিকিয়ে রেখেছে।

কোনো ব্যক্তি তাদের মতবাদ-কাঠামোর প্রতি পূর্ণ অনুগত হয়ে ফুলটাইম শ্রম বা চাকর হবার শর্তে তাদের ছাপানো কাগুজে মুদ্রা উপার্জন করতে পারবে, যার অ্যাবসলুট কোনো ভ্যালুই নেই এবং অধিকন্তু তারা প্রতিনিয়ত অর্থ ছাপিয়ে জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থের ভ্যালু নষ্ট করে ফেলে এবং দ্রব্যমূল্য লাগামহীন করে ফেলে। এতে সাধারণ মানুষ আরো বেশি সময়-শ্রম দিতে বাধ্য হয়; স্থিতিশীল জীবন, পরিবার-সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং জীবনের অর্থ-লক্ষ্য এবং সমাজের অসংগতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময়-সুযোগ কোনটিই পায় না।

তারা বিভিন্ন বিনোদন, ট্রেন্ড ও ইস্যুর আড়ালে জুলুম ভুলিয়ে রাখে। দায়িত্ববোধহীনতা-কে অধিকার হিসেবে তুলে ধরে প্রকৃত অধিকার সমূহ ভুলিয়ে রাখে, ন্যায় অন্যায়ের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে ও মিডিয়া সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের সন্ত্রাসবাদ-জুলুম টিকিয়ে রাখে

এসত্ত্বেও, আপনি বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা-ম্যাট্রিক্সের জুলুম নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুললেই, আপনার চিন্তাপরাধের জন্য আপনাকে টেরোরিস্ট তকমা দিয়ে, বিনা বিচারেই আপনার পরিবার-জনপদকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করবে, মিডিয়া ট্রায়াল/বুহতান দিয়ে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করবে। এজন্য প্রয়োজনে জনপদের পর জনপদ নিশ্চিহ্ন করবে, আর প্রচার করবে- তারা সন্ত্রাস দমন করছে। আপনিও টিভি-পত্রিকা দেখে বলবেন- 'মুসলিমরা খুব খারাপ, সন্ত্রাসী, ইসলাম তো এমন না'। আপনি আত্মপরিচয় সঙ্কটে ভুগবেন, এভাবে আপনাকেও তাদের মনস্তাত্ত্বিক গোলাম বানিয়ে ফেলবে।

প্রচলিত জুলুম-ত্রাসের সিস্টেম-সাম্রাজ্যের জন্য একমাত্র চ্যালেঞ্জ হল দ্বীন ইসলাম, এজন্য তারা ইসলামকে শুধু ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ করতে চায় কিংবা পুরোপুরি মিটিয়ে দিতে চায়। এজন্য তারা বিশ্বব্যাপী বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে ইসলামফোবিয়া ছড়ায়, প্রতিবাদী মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালায় (এবং তা প্রতিনিয়ত চলমান)।

সমগ্র বিশ্বে তারা তাদের মতবাদ সমূহের (সেক্যুলারিজম-গণতন্ত্র ইত্যাদির) মাধ্যমে প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য গত একশ বছরের মধ্যে সোয়া দুই কোটির ওপর সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে, এবং তা এখনও আফ্রিকা, ইরাক, শাম, ইয়ামান, ফিলিস্তিন, পাকিস্তান সহ বিভিন্ন ভূমিতে চলমান। তাদের সন্ত্রাসবাদ-গণহত্যা-জুলমেরর আশেপাশেও কেউ নেই।

তাদের এমন সন্ত্রাস-মাফিয়াতন্ত্র উৎখাতের একমাত্র উপায় হলঃ খিলাফাহ বা শারিয়াহ শাসন। আর তা ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় হলঃ সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দাওয়াহ, ইদাদ এবং কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, এজন্য তাদের যত আক্রমণ ও আক্রোশ এই সম্মানিত ও সর্বোচ্চ স্তরের ফরজ বিধান- কিতাল-জিহাদের ওপরে। অথচ বাম, সেক্যুলার, লিবারেল কোন গোষ্ঠী অস্ত্র ধরলে কোনো সমস্যা নেই, তারা সরবচ্চ বিদ্রোহী মিলিট্যান্ট।

বড় আফসোস! জনসাধারণকে শোষণের জন্য তাদের চাপিয়ে দেওয়া মতবাদ ও বুলিসমূহের বাস্তবতা কথিত শিক্ষিত সমাজ উপলব্ধি করতে পারে না, আসলে এগুলো জানতে ও বুঝতে দেওয়াই হয় না।

কিয়ামাত অবধি মানুষকে মানুষের গোলামী ও জুলুম থেকে মুক্ত করে, শুধুমাত্র এক আল্লাহর গোলামী ও তাঁর রহমাত-আফিয়াতের দিকে নিয়ে যেতেই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দ্বীন ইসলাম নাজিল করেছেন। আর কাফিররা যতই তা অপছন্দ করুক, ইসলাম সকল মতবাদের ওপর বিজয়ী হবেই, বিইজনিল্লাহ।

❑ বিঃদ্রঃ বিভিন্ন কুফরি মতবাদ ও বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলঃ কুর'আন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা।

এবং সমস্ত প্রকার অপব্যাখ্যা-গোমরাহি থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র সঠিক পথ হলঃ কুরআনের প্রতিটি আয়াত এবং হাদিসের প্রতিটি বাণীকে সালাফগণের (প্রথমত সাহাবীগণ, অতঃপর; তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের) মধ্যকার প্রসিদ্ধ বা স্বীকৃত বুঝ-ব্যাখ্যা অনুযায়ী গ্রহণ করা, তাঁদের বিপরীতে কারোর বুঝ-ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা। আর এই নীতি মান্য না করার ফলেই মূলত বাতিল ফিরকা সমূহ তৈরি হয়েছে।

চতুর্থ নাকিদঃ দ্বীন ইসলামের যেকোনো বিষয়, বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে, সেটা কুফর আকবার যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

“আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা বলবে, ‘আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম’। তুমি বলে দাও, তাহলে কি তোমরা ‘আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?’ তোমরা এখন ওজর দেখিও না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।” (আত-তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

আর দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-অবমাননা চার ধরনের হয়ে থাকেঃ-

❑ ১. দ্বীনের কোন বিষয়-বিধান যেমনঃ সালাত, সাওম, হজ্ব, যাকাত, আযান, জিহাদ বা অনুরূপ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা, যেই বিষয়গুলো দ্বীনের সুস্পষ্ট প্রতীক। এমন হলে তা বড় কুফর।

❑ ২. পরোক্ষ অবমাননার কুফরঃ যেমন : বেপর্দা-ফাহিসা, মিউজিক, নৃত্য বা হারাম প্রতিযোগিতায় দুআ চাওয়া, স্পষ্ট হারাম কাজে/হারাম ভক্ষণের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা, কেউ মারা গেলে কিংবা বিপদে পড়লে যদি মনে করে- 'আল্লাহ্ তাআলা জুলুম করেছেন (মা'আযাল্লাহ) বা কোনোভাবে আল্লাহ তাআলাকে দোষারোপ করা, আল্লাহ্র নির্ধারণ বা তাকদিরকে গালি দেওয়া, কারোর কুফরীতে খুশি হওয়া, কেউ কুফরী করুক এটা চাওয়া বা পছন্দ করা, এসবই কুফর।

❑ ৩. ওই ব্যক্তিকে ঠাট্টা করা, যে দ্বীন-সুন্নাহর অনুসরণ করে। তাহলে এক্ষেত্রে দুটি অবস্থা-

(ক) তার পালিত সুন্নাহ ও শারঈ বিষয়ের জন্য ঠাট্টা করা, যেমন- সুন্নাতি দাড়ি রাখার জন্য ঠাট্টা করলে, কাউকে একাধিক বিবাহের জন্য তাচ্ছিল্য-অপমান করলে, তা দ্বীনকে ঠাট্টা করা হবে।আর এটা বড় কুফর।

(খ) তার দ্বীন ব্যতীত ভিন্ন কোন বিষয়, ঘটনা, প্রসঙ্গ অথবা ব্যক্তিকে বা তার দোষ-অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা করা, তার মধ্যে থাকা দ্বীন ও সুন্নাহকে নিয়ে নয়।এটা ফিসক বা কবিরা গুনাহ কিন্তু কুফর নয়।

❑ ৪. ঠাট্টা অবমাননার কোনো উদ্দেশ্যই না থাকা বরং এটাকে ঘৃণা করা কিন্তু বেহুঁশ-অতি আনন্দে মুখ ফসকে, জিহ্বার অগ্রগামীতায় বলে ফেলা। এটা কুফর নয়, তবে সে অনুশোচনা করে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা ও আশ্রয় চাইবে।

তথ্যসূত্রঃ আত-তাওবাঃ ৬৫-৬৬; তাফসির দ্রষ্টব্য, মা-লা- বুদ্দা মিনহু, মাকতাবাতুর রহমানিয়াহ, লাহোর পৃ.১৩৮-১৩৯; আত তামহীদ ৪/২৭৮-২৭৯, আশ শিফা ২/১১০১-১১০৫ আস সারিমুল মাসলুল ৩/১১২১, ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়িমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭.

একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তাঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক আল্লাহর দ্বীন এবং রাসূলের ﷺ আনীত বিধানের ঠাট্টার কঠোর প্রতিবাদ করা।যদিও সে তার নিকট আত্মীয় হয়।আর এমতাবস্থায় তাদের সাথে উঠ-বস করা যাবে না, যাতে করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, “এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের গ্রন্থের মধ্যে নির্দেশ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।” (আন-নিসাঃ ১৪০)

পঞ্চম নাকিদঃ কেউ কাফির-মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করলে কিংবা তাদের কুফরী ও পরকালীন শাস্তিতে সন্দেহ পোষণ করলে অথবা তাদের ধর্ম বা মতবাদকে সঠিক মনে করলে, তা এমন কুফর, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

কাউকে তাকফির করার চারটি অবস্থাঃ (তাকফির অর্থ- কাউকে কাফির/মুরতাদ বলা)

❑ ১. আসলি কাফির যেমন- ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধদেরকে কোন ব্যক্তি তাকফির না করলে (অর্থাৎ কাফির না বললে), সেও মুরতাদ (ইসলাম থেকে খারিজ) হয়ে যাবে।

❑ ২. যে নিজেকে মুরতাদ দাবি করে বা ইসলামকে অস্বীকার করে, এমন ব্যক্তিদেরকে কাফির না মনে করলেও ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে।যেমনঃ কেউ বললো- সে খ্রিষ্টান/নাস্তিক হয়ে গেছে অথবা বললো- সে ইসলাম নয় বরং সেক্যুলার/ধর্মনিরপেক্ষ আইন-মতবাদে বিশ্বাসী, এমন ধরনের মুরতাদকে যে কাফির মনে করে না, সেও কাফির বা মুরতাদ।

❑ ৩. যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে স্বীকার করে, দ্বীন ইসলামকে সত্যায়ন করে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে রিদ্দাহ/কুফরীর অভিযোগ রয়েছে, তাদেরকে তাকফির করার দায়িত্ব আহলে ইল্মের ওপর ছেড়ে দিতে হবে, যারা তাকফিরের মূলনীতি সমূহ জানেন ও বুঝেন।

❑ ৪. যখন কুফরীর হুকুমে ইজতিহাদ/ইখতিলাফ থাকে, যেমন সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান এবং অনুরূপ; এক্ষেত্রে তাকফির করা/না করা শার'ঈ কাজী-বিচারক/মুজতাহিদ আলিম অথবা আলিমগণের শারঈ বোর্ডের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ সূরা তাওবা; ৩, বাইয়্যিনাহ; ৬, ইকফারুল মূলহীদীন, রিসালাতুল ইন্তিসার, আশ শিফা ২/২৮১, আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, ১০/৪৪৩, আওছাকু-উরাল-ঈমান জিননা-মাজমুআতুত তাওহীদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২০।

ষষ্ঠ নাকিদঃ যে দ্বীনের কোন বিধান-বিষয়কে ঘৃণা করে, তাহলে সে বড় কুফরী করল, যদিও সে এটা আমল করে।

আর দ্বীনের কোন বিষয়কে অপছন্দ করার তিনটি রূপঃ

❑ ১. শরি'য়াহর বিষয় হওয়ার কারণে ঘৃণা অর্থাৎ, শারিয়াতের বিধানকে অনুপযুক্ত/অযৌক্তিক/অন্যায়/অনুচিত/ অনুত্তম/ পশ্চাৎপদ ভেবে ঘৃণা করা, তাহলে তা বড় কুফর, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।যেমন- সুন্নাতি দাড়ি রাখা, পর্দা করা, একাধিক বিবাহের বিধান, চোরের হাত কর্তনের বিধান ইত্যাদি বিষয়কে অপছন্দ করা কুফর আকবার।

❑ ২. দ্বীনের ফুরু(শাখাগত)/ ইখতিলাফি/ ইজতিহাদি একাধিক মত-রায়সমূহের যেকোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রেক্ষিতে, অন্যান্য রায়কে অস্বীকার, অপছন্দ অথবা সঠিকতার সন্দেহ করা কুফর নয়, তবে উচিত হল- আদবের সাথে ইখতিলাফ(মতপার্থক্য) করা। এমন ইখতিলাফি বিষয়ের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা হারাম ও বিদ'আত।এসকল ক্ষেত্রে এমন বলা যে- "এই রায় অধিকতর সঠিক মনেহয় অপরটির তুলনায়।' (আর জেনেবুঝে সায(বিচ্ছিন্ন) মতামত অনুসরণ করা জিন্দিকের বৈশিষ্ট্য।)

❑ ৩. দ্বীনের কোন বিষয়কে অপছন্দ করা শরিয়াহর বিধান হওয়ার কারণে নয়, বরং দুনিয়াবি দুর্দশা-লাঞ্ছনা, ঝামেলা-বিরক্তি, ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি কারণে; কিন্তু তা সত্য, ন্যায় ও সর্বোত্তম হিসেবে অন্তর থেকে স্বীকৃতি দেয়।এমন হলে তা কুফর নয়।

যেমন- শীতের রাতে ঠান্ডা পানির কারণে ওযু করতে অপছন্দ করা, শারঈ হুকুমের প্রতি ঘৃণা-অবজ্ঞা বশত অপছন্দ করে নয়।একইভাবে দুনিয়াবি কারণে স্বামীর একাধিক বিবাহ অপছন্দ করা যে- এতে তার ভালোবাসা কমে যাবে, কিন্তু এই বিধানকে খারাপ ভাবে না, বরং সমাজের জন্য উত্তম নিয়ম হিসেবে স্বীকার করে, তাহলে এটা কুফর নয়।
অর্থাৎ এটা ততক্ষণ পর্যন্ত কুফর হবে না, যতক্ষণ না সে শরিয়তের ঐ বিধানকে অনুপযুক্ত, অন্যায়, অনুত্তম-খারাপ, অযৌক্তিক, অচল-বাতিল ইত্যাদি মনেকরে ঘৃণা করবে।'

তথ্যসূত্রঃ সূরা মু'হাম্মাদঃ ৮-৯; তাফসির দ্রষ্টব্য, কাশফুল কিনা, ৬/১৬৮, বাহরুর রায়েক ৫/১৩১।

সপ্তম নাকিদঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ শারিয়াহর উর্ধ্বে কোন মানুষ/জিন যেতে পারে বা লঙ্ঘনের অনুমতি রয়েছে, তাহলে তা বড় কুফর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওপর অবতীর্ণ দ্বীন পূর্ববর্তী সকল দ্বীনকে এবং তাঁর ﷺ -এর ওপর অবতীর্ণ কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও বিধানকে রহিত করে দিয়েছে।

❑ এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গভাবেই বিশ্বাস-স্বীকার করে নিতে হবেঃ এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না- "সব স্থানে ইসলাম টেনে আনেন কেন?" বরং আমরা বাধ্য- ইসলাম দিয়েই ভালোমন্দ সবকিছু বিবেচনা করতে।

❑ হালাল-হারাম ও ফরজ বিঁধানের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'য় বিশ্বাস করা বড় কুফরঃ কেউ যদি মনেকরে- পর্দা, যাকাত অথবা কোনো ফরজ ইবাদাত করতে সে বাধ্য নয়, তবে সে বড় কুফরী করলো। আর যে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে কিন্তু আমল করে না, তাহলে সে শুধু কাবিরা গুণাহ করলো।

❑ আর সামষ্টিক-দলগত বা জাতিগতভাবে কাত'ঈ(সুস্পষ্ট) ফরজ আমল ত্যাগ করা বড় কুফর, কারণ তা স্বাভাবিকীকরণ বা ফরয পরিত্যাগের বৈধতা দেওয়ার নামান্তর।এজন্য আবু বকর সিদ্দিক রাঃ যাকাত প্রদান করতে অস্বীকারকারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

❑ শারিয়াহর উর্ধ্বে কেউ নেইঃ পীর-ফকিরতন্ত্রের অনেকেই দাবি করে- আবেদ ব্যক্তির এমন স্তর রয়েছে যখন সলাত-ইবাদাত আর না করলেও হয়, এটাও কুফর আকবার।
এটাকে তারা মারেফাত বলে দাবি করে, অথচ 'মা'রিফাতুল্লাহ' সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিষয়, যা উপলব্ধির একমাত্র মাধ্যম হল- শুধু আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে ইল্ম অর্জন এবং আল্লাহ্র মুরাকাবা সহকারে দ্বীন-শারিয়াহকে পূর্ণাঙ্গভাবে আকড়ে ধরা।

“রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট বিধান নিয়ে এসেছি। ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যদি মূসা (আলাইহিস সালাম) জীবিত থাকতেন, আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর কোন উপায় থাকত না।'
(ইমাম নাসায়ী, আহমাদ, বায়হাকী; সনদ হাসান) তথ্যসূত্রঃ [সূরা আন নিসা: ৬৫, আল-আনয়ামঃ ১৫৩, আল-ইমরানঃ ৮৫; তাফসির দ্রষ্টব্য]

অষ্টম নাকিদঃ মুসলিমদের বিরূদ্ধে কাফির/মুশরিক/মুরতাদদের পক্ষ নেওয়া এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা কিংবা ইসলাম-ইসলামি হুকুমাত এবং শারিয়াহ বাস্তবায়ন, জিহাদ-ক্বিতালের বিরুদ্ধে কাউকে (ইয়াহুদি-নাসারা, সেক্যুলার কিংবা তাদের অনুগত বাহিনীসমূহকে) সাহায্য করা এমন কুফর, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

❑ কাউকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে কিংবা যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হলে, সে যুক্ত হয়ে কৌশলে কাফির ও মুরতাদদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, নিজের ক্ষতি হয়ে গেলেও কোনো মুসলিমের ক্ষতি করবে না এবং যুদ্ধের সময় এমন বাধ্য ব্যক্তিকেও কোনো মুসলিম যোদ্ধা হত্যা করে ফেললে, তার জীবনের কোনো দিয়ত(রক্তমূল্য) নেই।

এছাড়া, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের মধ্যে বসবাসকারী মুসলিমদের থেকে দায় মুক্তি ঘোষণা করেছেন।

কাফির-মুরতাদদের সাথে বন্ধুত্ব তিন ধরনের-

❑ কুফরে আকবারঃ ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধে কাফিরদেরকে বন্ধু/সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করা, যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা, তথ্য দেওয়া, মৌন সমর্থন করা, তাদের অধীনে যুদ্ধ করা-জোটবদ্ধ হওয়া,
কাফিরদের ধর্মীয় উৎসব-উপলক্ষে কুফরি বাক্য দ্বারা অভিবাদন জানানো, কাফিরদের ধর্মীয় কোন বিষয়কে পছন্দ করা, প্রশংসা করা, সমর্থন করা, অনুসরণ করা ইত্যাদি কুফরে আকবার।

❑ হারামঃ কাফিরদের ধর্মীয় উৎসবে উপস্থিত হওয়া, তাদের স্বকীয় পোশাক -শৈলীর অনুসরণ করা, নিরাপত্তাজনিত কারণ কিংবা দাওয়াতের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে কাফিরদের দেশে বসবাস করা, তাদেরকে দুনিয়াবি কারণে অন্তর থেকে ভালবাসা, পছন্দ করা, সম্মান করা, বন্ধুত্ব করা ইত্যাদি হারাম।
[আর এগুলোকে ব্যক্তিস্বাধীনতা মনেকরা কুফরে আকবার]

❑ জায়েজঃ ব্যবসায়ীক লেনদেন, বন্ধক রাখা, ঋণ আদান-প্রদান, উত্তম ব্যবহার করা, দ্বীনের দাওয়াতের নিয়তে খোঁজখবর নেওয়া ইত্যাদি।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ কোনো অবস্থাতেই কাফিরদেরকে মন থেকে ভালোবাসা অথবা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।যেমনঃ কাফির সেলিব্রিটিদেরকে খেলাধুলা-সংগীত ইত্যাদি কারণে পছন্দ করা হারাম।আর তাদের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে ইসলামের ওপর প্রাধান্য দেওয়া অথবা উত্তম মনে করা কুফরি।

তথ্যসূত্রঃ [সুরা মায়েদা ৫:৫১, মুমতাহিনা ১-২, সূরা নিসা; ৯৭, ১৩৮-১৩৯, আবু দাউদ; ২৬৪৫, তাফসীরে কুরতুবী ৮ম খণ্ড-৪৭ পৃষ্ঠা, আল মুহাল্লা, ১১ খন্ড, পৃঃ ৭১, মাজমুউল ফাতওয়া ১৮ খন্ডের ৩০০ পৃষ্ঠা, ২৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০৯, ৫৩০-৫৩১, ৫৩৪, ৫৩৭, ৫৩৯-৫৪০, তাফসীরে তাবারী- ৩/২২৮, আর রাসায়েলুস শাকসিয়্যা, পৃঃ ২৭২, কালিমাতুল হাক্ব -আহমেদ শাকের, পৃষ্ঠা নং ১৩০-১৩১-১৩২, শারহু- সিয়ারিল কাবীর, পৃষ্ঠা নং-২৫৩-২৫৪]

নবম নাকিদঃ যাদু বা সিহর করা; যে তা করবে অথবা এটা করাকে পছন্দ করবে, সে এমন কুফর করল যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে।

সিহর হল বিভিন্ন অস্পষ্ট তন্ত্র-মন্ত্র ও নকশা-আবজাদ দ্বারা গিট-কুফরী কালাম এবং দ্বীন অবমাননা/শিরক-কুফর করার মাধ্যমে শয়তানের আরাধনা।

সাহিররা জীন শয়তানদের আরাধনা করে, জীনের জন্য কুরবানী-উৎসর্গ করে, ব্যাবিলন ও ইয়াহুদিদের সিহরের অনুরূপ আবজাদ-নকশা অংকন করে, শয়তানের নাম নেয়, কুরআনের আয়াত বিকৃত করে তাবিজ বানায়, অপবিত্র বস্তু দিয়ে লিখে বা মিশিয়ে আয়াতের অবমাননা করে ইত্যাদি; এজন্য সাহিররা মুশরিক-ত্বগুত এবং অভিশপ্ত।এমনকি হুজুর-পীর-দরবেশের লেবাস ধরে অসংখ্য সাহির এমন কুফরী তাবিজ ও জীন সাধনা করে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) ও পূর্ব যুগীয় ওলামায়ের কিরামের একটি দল যাদুবিদ্যার শিক্ষার্থীদেরকেও কাফির বলেছেন।

হযরত বাজালাহ বিন উবাইদ (রঃ) বলেনঃ হযরত উমার (রাঃ) তাঁর এক নির্দেশ নামায় লিখেছিলেনঃ যাদুকর পুরুষ বা নারীকে তোমরা হত্যা করে দাও৷ এ নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তিনজন যাদুকরের গর্দান উড়িয়েছি৷ আর যাদুকরদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ ছিলো না।

❑ গণক ও জ্যোতিষীদের নিকটে গমনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি গণকের কাছে যাবে এবং তাকে কোন কিছু প্রশ্ন করবে, চল্লিশ দিন তার সলাত কবুল হবে না।” (সহীহ মুসলিম)

❑ আর যদি তাদের কথাকে সত্য মনেকরে- তবে সে কুফর এবং শিরক করল।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি যাদুকর বা গণকের কাছে যাবে এবং তার কথা বিশ্বাস করবে তাহলে সে মুহাম্মাদ ﷺ -এর ওপর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকার করল।” (মুসনাদে হাকীম, সনদ সহীহ)

❑ যাদু প্রতিরোধের হুকুমঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “যাদুগ্রস্থকে যাদু মুক্ত করা দুই প্রকার, যথাঃ

(১) অনুরূপ যাদুর মাধ্যমে যাদু মুক্ত করা। এটা শয়তানের কাজ ও কুফর।
এ প্রসঙ্গে হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “যাদুর প্রভাবমুক্তকারী এবং যার থেকে প্রভাবমুক্ত করা হয়, তারা শয়তানের নৈকট্য লাভ করে, শয়তান যেভাবে চায়, ফলে সে যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির ওপর তার প্রভাব উঠিয়ে নেয়।

(২) শারঈ রুকইয়্যাহ, কুরআন তিলাওয়াত, দুয়া-দরূদ ও চিকিৎসার মাধ্যমে যাদুর চিকিৎসা করা; এটা জায়েয।”

উলামাগণের ইজমা অনুযায়ী রুকইয়্যাহ (ঝাড়ফুঁক) জায়েজ হবার শর্ত চারটিঃ

১. শুধু আল্লাহ তা'আলা সুস্থ করতে পারেন এ বিশ্বাস রেখে শুধু তাঁর নিকটেই সুস্থতার আশা নিয়ে রুকিয়্যাহ করা,
২. আল্লাহর মহিমান্বিত নাম, জিকর, কুরআন তিলাওয়াত, মাসনুন ও জায়েজ দূ'আ-কালাম-পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা,
৩. অস্পষ্ট বাক্য, শব্দ ও পদ্ধতি পরিপূর্ণরূপে পরিহার করা, কেননা যাদুকরেরা এগুলো করে,
৪. অপবিত্র ও নিষিদ্ধ স্থানে না করা এবং যাবতীয় হারাম বিষয়-উপাদান-পদ্ধতি পরিহার করা।

তথ্যসূত্রঃ সূরা বাকারাঃ ১০২, তাফসির ইবন কাসির দ্রষ্টব্য, সহীহ বুখারী হা: ৩১৫৬, বাদাইউল ফাওয়ায়েদ ২/২২৭, ফাতহুল বারী-১০/৬১৯ ।
['রুকইয়্যাহ শারিয়্যাহ' সম্পর্কে একাধিক কিতাব রয়েছে।যেমন- আব্দুস সালাম বালি হাফি: রচিত]

দশম নাকিদঃ আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কুফরঃ

❑ ১. যে বুঝ ও বিশ্বাস দ্বারা একজন ব্যক্তি মুসলিম হয়- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মু'হাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" ﷺ এই পবিত্র কালিমার ওপর ঈমান আনয়ন(অন্তর থেকে দৃঢ় বিশ্বাস এবং কথা ও আমলের মাধ্যমে সত্যায়ন করা) অর্থাৎ-

কুফর বিত-ত্বগুত [সকল প্রকার ত্বগুত/বাতিল উপাস্য সমূহের বৈধতা ও আনুগত্যকে অস্বীকার করা এবং বারা'আ (শত্রুতা-বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্কচ্ছেদ) করা] অতপর,

ঈমান বিল্লাহ (আল্লাহর তাও'হীদের সমস্ত বিষয়বস্তুতে ঈমান আনয়ন) এবং

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ দ্বীন ইসলামকে (ইসলামের প্রতিটি রুকন, বিধানসহ সকল বিষয়কে) একমাত্র গ্রহণযোগ্য, সর্বোত্তম, সকল যুগ-স্থানের জন্য উপযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে অন্তর থেকে দৃঢ়বিশ্বাস করা এবং কথা ও আমলের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ইসলামের ব্যতিত বাকি সকল ধর্ম, মতবাদ, আদর্শ ও আইনকে বাতিল, মূর্খতা, অন্যায় ও জুলুম সাব্যস্ত করা বা মনে করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো অন্তর থেকে নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা বড় কুফর।

❑ ২. দ্বীনের হালাল-হারাম, বিধিবিধান যার নিকটে কোনো গুরুত্ব বহন করে না, যেমনঃ দ্বীনের নির্দেশনা-বিধানকে গুরুত্ব না দেওয়ার দরুন- সুদ এবং ব্যবসাকে একই রকম বলা, বিবাহ ও যিনাকে একই রকম বলা, সালাত-সাওম বা কোনো ফরজ ইবাদাতকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে না করা, দ্বীনকে শুধু একটা ঐচ্ছিক দর্শন মনে করা বা অন্যান্য ধর্মের মতোই একটা ধর্ম মনে করা, দ্বীনের কথা বললে তা অনর্থক মনে করা, মুখ ফিরিয়ে রাখা, শারিয়াহর বিধিবিধানের গুরুত্ব স্বীকার না করে মুখ ফিরিয়ে চলা, তুচ্ছ ও সাধারণ-মামুলি বিষয় জ্ঞান করা ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “আর যারা কাফির, যেসব জিনিস দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (আল-আহকাফঃ ৩)

তথ্যসূত্রঃ আল-আহকাফঃ ৩, আস-সাজদাহঃ ২২, মাজমু আল-ফাতওয়াঃ ১/১১২-১১৩ পৃঃ, ইবনুল কাইয়্যিম (র'হিমাহুল্লাহ) “মাদারিজুস সালিকীন” গ্রন্থের “কুফরে আকবার পাঁচ প্রকার" এর আলোচনা দ্রষ্টব্য]

এগুলো হল অধিক সংঘটিত দশটি কুফরে আকবার, এছাড়াও অনেক নাকিদ আইম্মায়ে কেরাম আলোচনা করেছেন, তবে সেগুলোও মৌলিকভাবে এই দশটি নাকিদের অন্তর্ভুক্ত। আরো বিস্তারিত জানতে নাওয়াকিদুল ইসলামের শারহ এবং ফুকাহা-আইম্মাইয়ে কেরামের কুফর-রিদ্দাহ সংক্রান্ত কিতাব-অধ্যায় ও অলোচনা সমূহ দেখা যেতে পারে। ওয়াল্লাহু 'আলামু বিস সাওয়াব।

লেখক, সংকলক ও সম্পাদক মণ্ডলীঃ
ড. মুহাম্মাদ সিদ্দিক নদবি; শিক্ষা সচিব, মাকতাবাহ নাবাবিয়্যাহ,
মুফতি আবু ফাতিমা, যাত্রাবাড়ী,
মুফতি ইব্রাহিম হুসাইন; ইসলামিক এডুকেশান এন্ড কালচারাল ইন্সটিটিউট, ঢাকা,
ড. কামরুল হাসান; লেকচারারঃ ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং।(স্থান সংকুলান না হওয়াতে সকলের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করা হল না)।

একটি সতর্কবার্তা: এখানে শুধু বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, বাস্তবেই নির্দিষ্ট কাউকে কাফির বলার ক্ষেত্রে শারয়ী ওজর সমূহ যাচাই করে আলিমগণ রায় দিবেন। তাকফিরের মূলনীতি, অভিযুক্ত ব্যক্তির কুফরী এবং ব্যক্তির ওজর সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হলে বা বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে, কোনোভাবেই তাকফির করা যাবে না।

ওজরের উদাহরণ- নির্যাতন করে বাধ্য করা, অনিচ্ছায়-অবচেতন মনে করে ফেলা, হুশ না থাকা/পাগল, নওমুসলিম অথবা চেষ্টা সত্ত্বেও জানতে বা বুঝতে না পারা ইত্যাদি।

আর কোন শারয়ী ওজর না থাকলে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাবে, এক্ষেত্রে তাওবা এবং ঈমান নবায়ন করা আবশ্যক। অন্যথায় তার স্বামী/স্ত্রী বিচ্ছেদ-তালাক হয়ে যাবে, সন্তান ওয়ারিশ হারাবে, মৃত্যুর পরে জানাজা পড়া যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না, কাফির (অমুসলিম) হিসেবে গণ্য হবে, চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

ওয়াল্লাহু 'আলামু বিস সাওয়াব।

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক (ও সমপর্যায়ের গুণাহ তথা বড় কুফর) করাকে (আখিরাতে) ক্ষমা করেন না; আর তার থেকে ছোট যাবতীয় গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।” [সূরা আন-নিসা; ১১৬]

জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাতবাসীদের কাছে খাদ্য ও পানি চাইবে, তখন তারা উত্তরে বলবে, “নিশ্চয় আল্লাহ এ দুটি জিনিস কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।”[সূরা আল-আরাফ; ৫০]

“নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম।” [আল মাইদাহ: ৫;৭২]

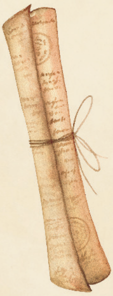

ঈমান

ভঙ্গের কারণসমূহ

মুখতাসার শারহু নাওয়াক্বিদিল ঈমান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করতে বলেছেন যে, “শুধু মুমিন মুসলিমরাই জান্নাতে যাবে।” [মুসলিম; ১১১]